প্রথম আলো

তারিখ · 20 SEP 2016 ·
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৭ অক্টোবর ২০০৭

সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের আগের অবস্থা • ছবি : প্রথম আলো

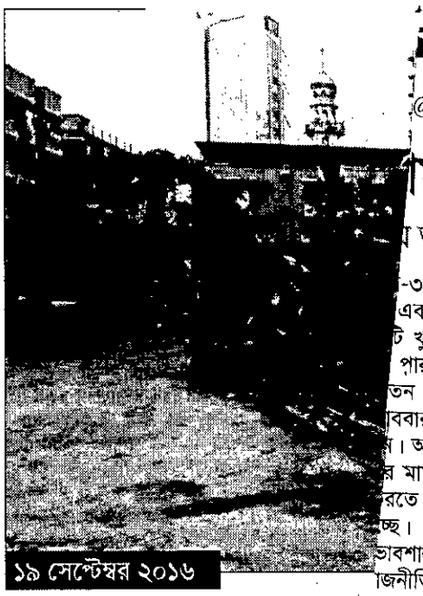

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

উড়ালসড়কের নির্মাণসামগ্রী রাখায় বিদ্যাল

ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

মগবাজার-মৌচাক উড়ালসড়ক

অরূপ দত্ত •

মগবাজার-মৌচাক উড়ালসড়ক নির্মাণকাজে অব্যবস্থাপনার কারণে সিদ্ধেশ্বরী ও বেইলি রোড এলাকার অন্তত ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লোকসানের শিকার হয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে মৌচাক এলাকার একাধিক বিপণিবিতান। নষ্ট হয়েছে এলাকার খেলার মাঠ, সড়ক হয়েছে বিধ্বস্ত। দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে এই অবস্থা চলছে। শিক্ষার্থীসহ হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে।

গতকাল সোমবার সকালে এলাকায় গিয়ে এই বিপর্যস্ত অবস্থা দেখা যায়। মৌচাক মার্কেটের সামনের থেকে সিদ্ধেশ্বরী রোডটি সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ পর্যন্ত খানাখন্দে ভরে আছে। পানি জমে আছে। একই অবস্থা আনারকলি সুপার মার্কেটের সামনের অংশে সিদ্ধেশ্বরী লেনে। এই এলাকার ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, মগবাজার গার্লস হাইস্কুল, বেইলি রোডের ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস। বিধ্বস্ত রাস্তার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পথে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে। সবচেয়ে বড় সমস্যায় রয়েছে সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। যাতায়াতের দুর্ভোগ ছাড়াও বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি প্রায় চার বছর কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া।

গতকাল গিয়ে দেখা যায়, বিধ্বস্ত সিদ্ধেশ্বরী সড়কের উত্তর প্রান্তে বিদ্যালয়ের মাঠের প্রবেশপথ। ঢুকতেই বালুর স্তূপ। পুরো মাঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে নির্মাণসামগ্রী, কংক্রিট তৈরির যন্ত্র ও সরঞ্জাম। পাহাড়ের মতো পাথরখণ্ডের স্তূপ। কংক্রিটের ব্লক, নতুন-পুরোনো রডের সারি, এক্সকাভেটর, গাড়ির বড় বড় চাকা এসবে ভরা। মাঠের চারপাশেই বহুতল ভবন—পশ্চিমে অপ্সরা, অন্তরা, অনন্যা, পরমা। বসবাস শত শত পরিবারের। চার বছর ধরে পুরো এলাকার বাসিন্দারা যাতায়াতে দুর্বিষহ কষ্ট নিরুপায়ভাবে সহ্য করে যাচ্ছে। মাঠের মধ্য দিনে রাতে চলে ব্লক ও কংক্রিট তৈরির কাজ। গভীর রাতেও কানে আসে বিকট শব্দ। কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, উড়ালসড়ক হচ্ছে, সবারই উপকার হবে—এ বিষয় চিন্তা করে প্রথম প্রথম সবাই সহ্য করেছেন দিনে-রাতের যন্ত্রণা। দুই বছরে উড়ালসড়ক নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কিন্তু প্রায় চার বছর পেরিয়ে যাচ্ছে।

কয়েকজন অভিভাবক বলেন, তাঁদের বাসার কাছে খেলাধুলার কোনো মাঠ নেই। বিদ্যালয়ের মাঠটি থাকায় তাঁদের সন্তানদের খেলাধুলার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এখন এই মাঠ থেকেও নেই।

সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরিদুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, বিদ্যালয় কমিটির সঙ্গে উড়ালসড়ক কর্তৃপক্ষের দুই বছরের চুক্তিতে মাঠ ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চার বছর হতে চলল, কাজ শেষ হচ্ছে না। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানালে তাঁরা আরও সময় চেয়েছেন। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমরা সবাই চরম অতিষ্ঠ। অসহায়ের মতো সব সহ্য করতে হচ্ছে। আমাদের স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। স্কুলের সামনে দাঁড়ালে ময়লা পানির কাদা ছিটে গায়ে আসে। অভিভাবকেরা নিয়মিত আপত্তি করছেন। অথচ আমাদের করার কিছু নেই।'

অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকেও একই ধরনের অভিযোগ করা হয়। ঈদুল আজহার কারণে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলেনি, তবে কোচিং চলছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের দশম শ্রেণির দুজন ছাত্রী যাতায়াতের পথের জন্য তাদের প্রতিদিনের কষ্টের কথা জানায়।

মাঠ থেকে নির্মাণসাম
জন্য ঘন ঘন ভারী যানবাহ
থাকায় সড়কটি ভেঙে
বিশালাকার যানবাহনগুলো
সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজ
খানাখন্দে ভরা সড়কে
এলাকাবাসী বলেন, বৃষ্টি
রাস্তার কোথাও না কোথাও
সে পথ মাড়িয়ে চলতে
পথচারীদের। প্রায় প্রা
অটোরিকশা উল্টে পড়ার ঘট
সিদ্ধেশ্বরী সড়ক উঁচু করে
করলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে

উড়ালসড়ক নির্মাণে অ
এলাকার বিপণিবিতানগু
সুপার মার্কেটটি সিদ্ধেশ্বরী
বিদ্যালয়ের মালিকানাধীন
শিক্ষক অভিযোগ ক
নির্মাণকাজের কারণে আনার
বৃষ্টি হলে পানি ঢোকে।
ডুবে যায় যে বেচাকেনা বন্ধ
আসতে পারেন না। অনেকে
ছেড়ে দেওয়ার কথা জা
থেকেই ক্ষতির মুখে পড়ছে

গতকাল ওই মার্কেটের
অভিযোগ করেন, 'বেশির
বেচাকেনা কমে গেছে

আলো
@prothom-alo.info

মানুরের বি

আইন সবার জন্য

-৩ আসনের সাংসদ আমানুর
এবং একটি স্থগিত রাখার
টি খুনের মামলার জন্য তাঁবে
পারলেই একজন নিরপরাধ
তন। কিন্তু সেটা করা সম্ভব
রবিবার তিনি টাঙ্গাইলের জেলা
। আদালত তাঁকে সরাসরি ক
র মামলার বিচার এড়াতে পে
রতে পারি। ফলে এই মামলার
চ্ছ।
ভাবশালী খান পরিবারের জ্যেষ্ঠ
াজনীতিতে জড়িত। এই পরিবা
। হয়। এর মধ্যে আমানুর এ
আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক
তাঁর ও তাঁর ভাইদের নাম
ও বাদীদের অনুপস্থিতির কারণে
হ্ন। *প্রথম আলোর* রোববারের স
-বারের এলাকাছাড়া হওয়ার তথ
বশ কটি মামলা থেকে তাঁর অব
বার জাতীয় সংসদে হাজিরা
গঠনের মধ্য দিয়ে বিচারকাজ
ই, স্থানীয় আওয়ামী লীগও আম
রিবার যে জমিদারসুলভ দাপট
অবসান হওয়া উচিত।
দের বিরুদ্ধে এক শিশুকে গুলি ব
দেওয়ার চেষ্টা দেখেছি। সাংসদ
ীয় নয়। জনপ্রতিনিধির আসনে
মানুষ দেখতে চায় আইন সবার

তিরিক্ত ভাড়া

নিয়মে পরিণত করা

য়ায় জরিমানা করা হয়েছে। খুল
ক অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্র
র‍্যানকে ৫০ হাজার টাকা জরিম
যেভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে
টি বিরল ঘটনা না হয়ে অবিরল

প্রায় সব বাসেই অতিরিক্ত ভা
া দিয়ে যেতে বাধ্য হন। খুল
কল যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হ